সমকাল

বৃহস্পতিবার | | ১৭ জানুয়ারি ২০১৩ | | ৪ মাঘ ১৪১৯ | | ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৪

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং কম্পিটিশন যুক্তিতর্কে লাল সবুজের জয়

'বিতর্ক আর বিতার্কিক' শব্দ দুটি মানেই চলে আসে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে দুই দলের টানাপড়েন। তবে যতই টানাপড়েন হোক না কেন, বিজয়ের মুকুট একটি দলই ছিনিয়ে আনতে পারে। আর তা যদি হয় কোনো বিশ্ব আসরের মুকুট তবে সে মুকুট জয়ের অনুভূতিটাই আলাদা। আর এমনটাই মনে করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী ও বিতার্কিক আকিব ফরহাদ হোসেন ও রাতিব মর্তুজা আলী। কেননা তারা জয় করেছেন ৩৩তম বিশ্ব পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার মুকুট। সে সঙ্গে আবারও তুলে ধরেছেন এ বাংলাদেশের পরিচয় এবং বিশ্ব দরবারে উড়িয়েছেন লাল-সবুজ পতাকা। প্রতিবারের মতো এবারও সারাবিশ্বে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বিতার্কিকরা জড়ো হয়েছিলেন একসঙ্গে। আর এবারের এ আসর জমে জার্মানির বার্লিনে। আসরজুড়েই ছিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুক্তিতর্কের যুদ্ধ। বিশ্বের ৮২টি দেশের প্রায় ৪০০টি দল এখানে উপস্থাপন করেন তাদের নিজস্ব সেরা যুক্তিতর্ক। তবে এ প্রতিযোগিতাটি দুটি ক্যাটাগরিতে হয়। একটি হয় যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি ও অন্যটি হলো ইংলিশ অ্যাজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাটাগরি অথবা ইএসএল। আর এই ইএসএল ক্যাটাগরির চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আকিব ও রাতিব। এ সম্পর্কে রাতিব জানান, 'আমরা আমাদের সেরাটাই পরিবেশন করেছি এখানে আর এর কারণ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করছিল আমাদের ভেতর। তা ছাড়া বিভিন্ন ধাপে আমাদের বিষয়গুলো ছিল ভিন্ন ধরনের। তাই খুব সতর্কভাবে আমাদের এগোতে হয়েছে। ' সে সঙ্গে আকিব যোগ করেন, 'যে কোনো প্রতিযোগিতাতেই নিজের চিন্তাকে নমনীয় রাখতে হয়। কোনোভাবেই মনোবল হারালে চলবে না। আর তাহলেই বিজয় অর্জন সম্ভব বলে আমি মনে করি। গত ৩ জানুয়ারির এ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল নেদারল্যান্ডসের দুটি দল ও ইসরায়েলের একটি দল। আর ফাইনালের বিতর্কের বিষয় ছিল রাজনীতিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র। আকিব ও রাতিবের যুক্তিতর্কের কাছে হার মানতে হয় অন্য তিনটি দলের। অনুষ্ঠানের সেরা বিতার্কিক হিসেবে মনোনীত হন রাতিব মর্তুজা আলী। এ প্রসঙ্গে রাতিব জানান, 'নিজের সেরাটা পরিবেশন করেছি বলেই সেরা নির্বাচিত হয়েছি। তাই নিজের প্রতিটি কাজে এমনটাই করি। ' এবারের আসরে বাংলাদেশ

থেকে আরও চারটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। দলগুলো হলো_ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলিজ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস। তাই এমন বিজয় অর্জনের পর আমাদের দেশের বিতার্কিকদের জন্য আরও অনেক সুবিধা হলো বলে মনে করেন তারা দু'জনই। যেমনটা বললেন রাতিব_ 'আমরা বিশ্ব পর্যায়ের এ আসর থেকে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এসব অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যৎ বিতার্কিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। কারণ আমরা আরও বিজয় অর্জনের স্বপ্ন দেখি। ' রাতিব তার কলেজ জীবন থেকেই অংশগ্রহণ করেছেন নানা বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। সেসঙ্গে আকিবও অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। আর এ প্রসঙ্গে রাতিব বলেন, 'যে কোনো বিষয় নিয়ে আমার জানার আগ্রহটা একটু বেশি। তবে সেটা যুক্তির মধ্য দিয়েই। আর তাই বিতার্কিক হিসেবেই বিষয়গুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করি। ' তবে বিতর্কের সবচেয়ে বড় আসরে জয়ের অনুভূতিটুকু তারা ছড়িয়ে দিতে চান অন্যদের মাঝেও। কেননা এই বিশ্বমঞ্চে প্রত্যেকটি দেশের সেরা বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করেন। তাই তাদের থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব।